



36808 – 36809 – 36810 – 36811 – 36812 – 36813 – 36814 – 36815 – 36816 – 36817 – 36818 – 36819 – 36820 – 36821 – 36822 – 36823 – 36824 – 36825 – 36826 – 36827 – 36828 – 36829 – 36830 – 36831 – 36832 – 36833 – 36834 – 36835 – 36836 – 36837 – 36838 – 36839 – 36840 – 36841 – 36842 – 36843 – 36844 – 36845 – 36846 – 36847 – 36848 – 36849 – 36850 – 36851 – 36852 – 36853 – 36854 – 36855 – 36856 – 36857 – 36858 – 36859 – 36860 – 36861 – 36862 – 36863 – 36864 – 36865 – 36866 – 36867 – 36868 – 36869 – 36870 – 36871 – 36872 – 36873 – 36874 – 36875 – 36876 – 36877 – 36878 – 36879 – 36880 – 36881 – 36882 – 36883 – 36884 – 36885 – 36886 – 36887 – 36888 – 36889 – 36890 – 36891 – 36892 – 36893 – 36894 – 36895 – 36896 – 36897 – 36898 – 36899 – 36900 – 36901 – 36902 – 36903 – 36904 – 36905 – 36906 – 36907 – 36908 – 36909 – 36910 – 36911 – 36912 – 36913 – 36914 – 36915 – 36916 – 36917 – 36918 – 36919 – 36920 – 36921 – 36922 – 36923 – 36924 – 36925 – 36926 – 36927 – 36928 – 36929 – 36930 – 36931 – 36932 – 36933 – 36934 – 36935 – 36936 – 36937 – 36938 – 36939 – 36940 – 36941 – 36942 – 36943 – 36944 – 36945 – 36946 – 36947 – 36948 – 36949 – 36950 – 36951 – 36952 – 36953 – 36954 – 36955 – 36956 – 36957 – 36958 – 36959 – 36960 – 36961 – 36962 – 36963 – 36964 – 36965 – 36966 – 36967 – 36968 – 36969 – 36970 – 36971 – 36972 – 36973 – 36974 – 36975 – 36976 – 36977 – 36978 – 36979 – 36980 – 36981 – 36982 – 36983 – 36984 – 36985 – 36986 – 36987 – 36988 – 36989 – 36990 – 36991 – 36992 – 36993 – 36994 – 36995 – 36996 – 36997 – 36998 – 36999 – 37000

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(অর্থ- হজ্বেরে নরিদষ্ট কয়কেটি মাস আছে। যবে ব্যক্তি সসেব মাসে নজিরে উপর হজ্ব অবধারতি করে নেয় সে হজ্বেরে সময় কোন যটোনচার করবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়া করবে না)[সূরা বাকারা (২): ১৯৭] এ আয়াতেরে অর্থ কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এই আয়াতেরে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হজ্বেরে কছু বধিবিধান ও আদব-আখলাক উল্লেখ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (অর্থ- হজ্বেরে নরিদষ্ট কয়কেটি মাস আছে।) এ মাসগুলো হচ্ছে-শাওয়াল, জলিক্বদ ও জলিহজ্বেরে দশদিন। কোন কোন আলমেরে মতে, গটো জলিহজ্ব মাস।

আল্লাহ তাআলার বাণী: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (অর্থ- যবে ব্যক্তি সসেব মাসে নজিরে উপর হজ্ব অবধারতি করনেয়)। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে। কারণ ইহরাম বাঁধলে হজ্ব সম্পন্ন করা অবধারতি হয়ে যায়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

(অর্থ- তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব ও উমরা সম্পন্ন কর)[সূরা বাকারা (২): ১৯৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ) (অর্থ- সহজ্বেরে সময় কোন যটোনচার করবেনা, কোন গুনাহ করবেনা এবং ঝগড়া করবেনা) অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ইহরাম বাঁধার পর তার কর্তব্য হবে এ ইহরামেরে মর্যাদা রক্ষা করা। ইহরাম বনিষ্টকারী যটোনচার, গুনার কাজ ও ঝগড়াবাঁট থেকে নজিকে হফেযত করা।

الرفث (যটোনচার) বলা হয় সহবাসক এবং সহবাস পূর্ব কথা ও কাজক। যমেন- চুম্বন, কামোদ্দীপক ও যটোন আলাপচারতি ইত্যাদি। আবার অশ্লীল ও খারাপ কথাকও الرفث বলা হয়।



আর الفسوق (পাপ) বলা হয় সবধরনের গুনার কাজকে। যমেন- পতিমাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, সুদ খাওয়া, এতমিরে সম্পদ ভক্ষণ করা, গীবত করা, চোগলখোরিকরা ইত্যাদি। আবার ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ কাজগুলোও ফুসুক বা পাপরে অন্তর্ভুক্ত হববে। আর এর الجدل অর্থ হচ্ছ- ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায় বতির্ক। হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় কারো জন্য অন্যায়ভাবে বিবাদ করা জায়যে নহে। তবে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য উত্তম পন্থায় বতির্ক করা আল্লাহর আদশেরে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলনে: “ডাক তোমার প্রতপিলকরে দকি হকিমত ও ওয়াজরে মাধ্যমে এবং তাদরে সাথে বতির্ক কর উত্তম পন্থায়।” [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫] এই বিষয়গুলো (অর্থাত্ অশ্লীল কথা, গুনার কাজ, অন্যায় ঝগড়া)যদিও সর্বাবস্থায় নষিদিধ কনিতু হজ্জরে মধ্যযে এগুলোর নষিদিধতা আরও জোরদার হয়। কনেনা হজ্জরে উদ্দেশ্য হচ্ছ- আল্লাহর প্রতি দীনতা, হীনতা প্রকাশ করা। তাঁর আনুগত্যরে মাধ্যমে নকৈট্য হাছলি করা, পাপ থেকে পবতির থাকা। এভাবে আদায় করলে হজ্জটি মাবরুর হজ্জ হববে। আর মাবরুর হজ্জরে প্রতিদিন জান্নাত ছাড়া আর কছি নয়। আমরা প্রার্থনা করছ আল্লাহ আমাদরেকে তাঁর যকিরি, শূকর ও উত্তম ইবাদত করার সামর্থ্য দনি।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখুন: ফাতহুল বারী (৩/৩৮২), তাফসীরে সাদী (পৃষ্ঠা-১২৫), বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র (১৭/১৪৪)।